12527 - সাহু সজিদার কারণসমূহ

প্রশ্ন

মুসল্লীকে কখন নামাযে সাহু সজিদাহ দতিে হবে?

উত্তররে সংক্ষপ্তিসার

উত্তররে সারাংশ: নামাযে সাহু সজিদাহর কারণ তনিটি। যথা: বৃদ্ধি, কমতি ও সন্দহে। যদি মুসল্লী কোনো ওয়াজবি ছড়েে দয়ে অথবা রাকাতরে সংখ্যার ব্যাপারে সন্দহেে ভুগনে এবং সন্দহেরে দুইপ্রান্তরে কোনোটি তার কাছে প্রাধান্য না পায় তাহলে তাকে সালামরে আগে সাহু সজিদাহ দতিে হবে। আর যদি নামাযে কোন কছিু বাড়তি করনে কংিবা সন্দহে করনে এবং সন্দহেরে প্রান্তদ্বয়রে কোন একটি তার কাছে প্রাধান্য পায় তাহলে সালামরে পরে সাহু সজিদাহ দতিে হবে।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক: সাহু সজিদার বধিবিদ্ধতা

বান্দাদরে প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ এবং এই পূর্ণাঙ্গ দ্বীনরে অন্যতম সৌন্দর্যরে নদির্শন হল তাদরে ইবাদতে যে ঘাটতি প্রবশে করে তা পূরণরে বধিান তনিি প্রদান করছেনে, যে ঘাটতি থকেে তারা পুরোপুরি বচেঁে থাকতে পারে না। সটো নফল ইবাদতরে মাধ্যমে কংিবা ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে কংিবা অনুরূপ কছিুর মাধ্যমে।

বান্দাদরে নামাযে আপততি ঘাটতি পূরণরে জন্য আল্লাহ তার বান্দাদরেকে সাহু সজিদার বধিান দয়িছেনে। তবে এই বধিান আরোপ করা হয়ছেে কছিু নর্দিষ্টি বষিয়রে ক্ষতপিূরণরে জন্য। সকল কছিুর ক্ষতি সাহু সজিদা পূরণ করবে না কংিবা সব কছিুর জন্য সাহু সজিদা দয়োর বধিান নইে।

দুই: সাহু সজিদার কারণসমূহ

সাহু সজিদার কারণসমূহরে ব্যাপারে শাইখ ইবনে উছাইমীনকে জজ্ঞিাসা করা হয়ছেলি। তনিি উত্তর দনে:

সাকুল্যে নামাযে সাহু সজিদার কারণ তনিটি:

১. বৃদ্ধি

২. কমতি

৩. সন্দহে

বৃদ্ধরি উদাহরণ হলো: কউে একটা রুকু, একটা সজিদাহ, একটা দাঁড়ানো বা একটা বসা বৃদ্ধি করা।

কমতরি উদাহরণ হলো: কউে নামাযরে কোন একটা রোকন বা নামাযরে কোন একটা ওয়াজবি কম করা।

সন্দহেরে উদাহরণ হলো: কোন ব্যক্তি নামাযরে সংখ্যা নয়িে দ্বধিায় পড়ে যাওয়া; যমেন সে কি তনি রাকাত পড়ছে;ে নাকি চার রাকাত।

তনি: নামাযে বৃদ্ধরি কছিু রূপ

নামাযে একজন মানুষ যদি একটা রুকু, একটা সজিদা, একটা দাঁড়ানো বা একটা বসা ইচ্ছা করে বৃদ্ধি করে— তাহলে তার নামায বাতলি হয়ে যাবে। কারণ সে নামাযে কছিু বৃদ্ধি করার অর্থ হলো আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূলরে নর্িদশেতি পদ্ধতরি ভন্নি পদ্ধততিে নামায পড়া। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: "যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করল যা আমাদরে নর্িদশেনার ভত্তিতিে নয়— তা প্রত্যাখ্যাত।"[সহীহ মুসলমি (১৭১৮)]

আর যদি ভুলবশতঃ বৃদ্ধি করে তাহলে নামায বাতলি হবে না। কন্িতু সালামরে পর সাহু সজিদা দতিে হবে। এর পক্ষে দলীল হলো আবু হুরাইরা রাদয়িাল্লাহু আনহুর হাদীস; যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকিলেরে দুই নামাযরে কোনো এক নামায,ে সটো যোহর কংিবা আসর, দুই রাকাত পড়ে সালাম ফরিয়িে ফলেনে। তারা (সাহাবীরা) যখন বষিয়টি তাঁকে জানাল তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাকি নামায পড়ে সালাম ফরোলনে। সালামরে পর তনিি দুটি সজিদাহ দলিনে।'[হাদীসটি বুখারী (৪৮২) ও মুসলমি (৫৭৩) বর্ণনা করছেনে]।

আরো একটি দলীল হল ইবনে মাসউদ রাদয়িাল্লাহু আনহুর হাদীস, তনিি বর্ণনা করনে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদরে নয়িে যোহররে নামায পাঁচ রাকাত পড়ালনে। নামায শষেে তাঁকে জজ্ঞিাসা করা হল: 'নামাযে কি বৃদ্ধি করা হয়ছে?' তনিি বললনে: "এ প্রশ্ন কনে?" তারা বলল: আপনি পাঁচ রাকাত নামায পড়ছেনে। তনিি তখন তার দুই পা ঘুরয়িে কবিলামুখী হলনে এবং দুটি সজিদাহ দলিনে।'[হাদীসটি বুখারী (৪০৪) ও মুসলমি (৫৭২)]

চার: নামাযে কমতরি কছিু রূপ

আর কমতি হলো: যদি কউে নামাযরে কোনো একটা রোকন কমায় এক্ষত্রেে তার অবস্থা হতে পারে পরবর্তী রাকাতে ঐ রোকনরে স্থানে পৌঁছানোর আগে তার স্মরণ পড়বে। তখন তার উপর আবশ্যক হল ঐ রোকনে ফরিে এসে সটো থকেে পরবর্তী আমলগুলো সম্পন্ন করা।

আর যদি পরবর্তী রাকাতে ঐ রোকনরে স্থানে পৌঁছার পর মনে পড়ে তাহলে দ্বতিীয় রাকাতটি আগরে রোকন ত্যাগকৃত রাকাতরে স্থলাভষিক্তি হবে। আর ঐ রাকাতরে বদলে অন্য একটি রাকাত পড়ে নবি। এ দুটো অবস্থাতইে সালামরে পরে তাকে সাহু সজিদাহ দতিে হবে।

এর উদাহরণ হলো: এক ব্যক্তি প্রথম রাকাতরে প্রথম সজিদা দওেয়ার পর দাঁড়য়িে গলে, আর বসল না এবং দ্বতিীয় সজিদাও দলি না। যখন ক্বরোত শুরু করল তখন তার মনে পড়ল যে সে সজিদাহ দয়েনি এবং দুই সজিদার মাঝে বসনে।ি তখন সে ফরিে গয়িে দুই সজিদার মাঝে বসবে, তারপর (দ্বতিীয়) সজিদাহ দবি,ে তারপর দাঁড়য়িে নামাযরে বাকটিুকু শষে করব।ে নামাযরে সালাম ফরোনোর পর সাহু সজিদাহ দবি।ে

আর যে ব্যক্তরি দ্বতিীয় রাকাতে ঐ স্থানে পৌঁছানোর আগে মনে পড়নে িতার উদাহরণ হলো: সে প্রথম রাকাতে প্রথম সজিদাহ থকেে দাঁড়য়িে গলে, দ্বতিীয় সজিদাহ দলি না এবং দুই সজিদার মাঝে বসল না। তবে দ্বতিীয় রাকাতে দুই সজিদার মাঝে বসার আগ পর্যন্ত বষিয়টা তার মনে পড়ল না। এমন অবস্থায় তার দ্বতিীয় রাকাতটাই হয়ে যাবে প্রথম রাকাত। সে নামাযে এক রাকাত বৃদ্ধি করে সালাম ফরিয়িে তারপরে সাহু সজিদাহ দবি।ে

নামাযে ওয়াজবিরে কমতি: কউে যদি একটা ওয়াজবি আদায় না করে পরবর্তী স্থানে চলে যায়, যমেন: سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلى (সুবহানা রাব্বয়িাল আ'লা) বলতে ভুলে যায় এবং সজিদা থকেে মাথা তুলে ফলোর আগে তার মনে না পড়ে; তাহলে সে ভুলবশতঃ নামাযরে একটা ওয়াজবি ত্যাগ করল। এমতাবস্থায় সে নামায চালয়িে যাবে এবং সালাম ফরোনোর আগে সাহু সজিদাহ দবি।ে কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম বঠৈক ছড়েে দওেয়ার পরও নামায চালয়িে গয়িছেলিনে বঠৈকে ফরিে আসনেনি। সালাম ফরোনোর আগে তনিি সাহু সজিদাহ দয়িছেলিনে।

পাঁচ: নামাযে সন্দহেরে কছিু রূপ

সন্দহে হলো বৃদ্ধি ও কমতরি মাঝে দ্বধিা। যমেন: কউে যদি দ্বধিায় পড়ে যায় হয় যে সে কি তনি রাকাত নামায পড়ছে;ে নাকি চার রাকাত। এক্ষত্রেে তার দুই অবস্থা:

হয়তো তার কাছে দুটরি একটি প্রাধান্য পাব:ে কমতি বা বৃদ্ধি; তাহলে তার কাছে যটো প্রাধান্য পয়েছেে সটোর উপর ভত্তিি

করে সে নামায পূর্ণ করবে এবং সালাম ফেরানোর পর সাহু সিজদাহ দিবে।

নতুবা তার কাছে দুটির কোনোটি প্রাধান্য পাবে না। তখন তার যতটুকুর উপর দৃঢ় বিশ্বাস আছে তথা কম সংখ্যা, ততটুকু ধরে নিয়ে নামায পূর্ণ করবে এবং সালাম ফেরানোর আগে সাহু সিজদাহ দিবে।

যেমন: এক লোক যোহর পড়ছিল। তার সন্দেহ হল সে কি তৃতীয় রাকাতে আছে; নাকি চতুর্থ রাকাতে? তার মনে প্রাধান্য পেল যে এটা তৃতীয় রাকাত। সে আরেক রাকাত পড়ে সালাম ফিরাবে। তারপর সাহু সিজদাহ দিবে।

আর যে ক্ষেত্রে সন্দেহের দুটো দিক সমান সেটার উদাহরণ হলো: এক লোক যোহরের নামায পড়ছিল। তার সন্দেহ হল যে সে কি তৃতীয় রাকাতে আছে; নাকি চতুর্থ রাকাতে? তৃতীয় নাকি চতুর্থ এর কোনোটি তার কাছে প্রাধান্য পেল না। এমতাবস্থায় সে একীনের উপর নির্ভর করবে। একীন হলো কমটাকে ধরা। তথা সে সেটাকে তৃতীয় রাকাত হিসেবে গণ্য করবে। তারপর আরেক রাকাত পড়বে এবং সালাম ফেরানোর আগে সাহু সিজদাহ দিবে।

ছয়: সাহু সিজদার স্থান

পূর্বোক্ত আলোচনার মাধ্যমে ফুটে উঠল যে সাহু সিজদাহ সালামের আগে দিতে হয়: যদি কোনো ওয়াজিব ত্যাগ করে অথবা রাকাত-সংখ্যা নিয়ে সন্দেহে পড়ে যায় এবং তার কাছে কোনো দিক প্রাধান্য না পায়।

আর সালামের পরে দিতে হয়: যদি সে নামাযে কোন কিছু বৃদ্ধি করে অথবা সন্দেহে পতিত হয়, তবে সন্দেহের কোন একটি দিক তার কাছে প্রাধান্য পায়।

দেখুন: [মাজমূ ফাতাওয়া শাইখ ইবনে উছাইমীন (১৪/১৪-১৬)]

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।